বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৫ জুলাই, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১৪ জুলাই, ২০২৫, সোমবার, ২৯ আষাঢ়, ১৪৩২
Vol. 48, Issue No. 28, Monday, 14 July 2025

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

ধর্মঘট সফল, জনদরদী মুখোশ খুলে গেল রাজ্য সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ জুলাই, বর্ধমান : সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং ট্রেড ইউনিয়ন কনভেডারেশনের ডাকা সাধারণ ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা গেছে। এর বৃহৎ পুঁজি কর্পোরেট তোষণকারি দুই কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারে চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। সাধারণ খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী বা নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের এই সরকার নয়। তাদের জনদরদী মুখোশ খুল গেছে। পাশাপাশি তাদের অশুভ গাঁটছড়ার মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়েছে।

৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচারকে সর্বাত্মক চেহারা দিতে শ্রমিক, মহিলা, ছাত্র, যুব, শিক্ষক ও সর্বস্তরের,সব অংশের মানুষজনকে নিয়ে একটি মিছিল সংগঠিত হয় বর্ধমান শহরে। সিপিআই(এম) জেলা দপ্তর থেকে মিছিল এসে কার্জনগেট- বীরহাটা-কার্জনগেটে পথ অবরোধ করে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ সভাপতি নজরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায় চৌধুরী, কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার প্রমুখ। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সকাল ৮-৩০ মিছিল বর্ধমান শহরে সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে চলে। বিসি রোড, তেঁতুলতলা বাজার হয়ে পার্কাস রোডে মিছিল শেষ

—এরপর চারের পাতায়

জ্যোতি বসুর ১১২তম জন্মদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ জুলাই : রক্তদান শিবির, জ্যোতি বসু সমাজ চর্চা ও গবেষণাগার কেন্দ্রকে অর্থদানের মধ্য দিয়ে জ্যোতি বসুর ১১২তম জন্ম দিবস এবং প্রয়াত বিশ্বরূপ ব্যানার্জীর প্রয়াণ দিবস পালিত হলো। ডিওয়াইএফআই কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে মমিনপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ১১ মহিলা সহ ৫১ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করেন। উদ্বোধন করেন অঞ্জু কর। উপস্থিত ছিলেন সুকুল শিকদার, মহম্মদ শা, আতাবুল শেখ, গৌতম হালদার, তারাচাঁদ সরেন, আলিম মণ্ডল, নবকুমার বাগ, পুষ্পেন ভট্টাচার্য, পীযূষ চ্যাটার্জী, কাজী মুজাফফর হোসেন, শিবনাথ বসু প্রমুখ।

পূর্বস্থলীতে রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে জ্যোতি বসুর জন্মদিবস পালিত হয়। ডিওয়াইএফআই-এর পূর্বস্থলী-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে দুজন মহিলা সহ ৩৭ জন রক্তদান করে। শিবিরের উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য টিউলিপ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা প্রবীর দেবনাথ।

সরকারি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ নবতিপর নলিনীরঞ্জন সরকার ও প্রাক্তন শিক্ষিকা অর্চনা সরকার 'নতুন চিঠি'র পাশে দাঁড়ালেন। তিনি একটি চেক নতুন চিঠির বর্ষীয়ান কর্মী আব্দুস সবুর-এর হাতে তুলে দিলেন।

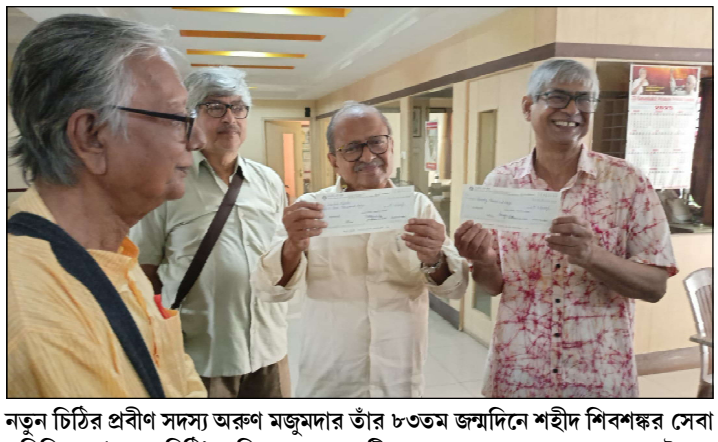

নতুন চিঠির প্রবীণ সদস্য অরুণ মজুমদার তাঁর ৮৩তম জন্মদিনে শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতি ও 'নতুন চিঠি' পত্রিকার জন্য দুটি চেক যথা অমল হালদার ও সৈয়দ হোসেন-এর হাতে তুলে দিলেন ১২ জুলাই। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী, সম্বরণ প্রামাণিক, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, ডাঃ দিব্যেন্দু রায়, সুকৃতি ঘোষাল প্রমুখ।

সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলার নতুন সম্পাদকমণ্ডলী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ জুলাই : সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভা থেকে ১২ জনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। সদস্যরা হলেন— সৈয়দ হোসেন, সুকুল শিকদার, তাপস চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব চ্যাটার্জী, সুদীপ্ত বাগচি, অভিজিৎ কোঙার, মির্জা আক্তার আলি, অশেষ কোঙার, জনা মুখার্জী, তমালচন্দ্র মাঝি, সনৎ ব্যানার্জী, অয়নাংশু সরকার। শেষের চারজন এবার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীতে নতুন।

হাসপাতালে সাংবাদিক কিশোর মাকর-এর উপর পুলিশি নির্যাতন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ষীয়ান সাংবাদিক কিশোর মাকরকে মানসিক নিগ্রহের অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই নিন্দার সরব হন জেলার সাংবাদিকমহল। ঘটনায় অভিযোগের তীর বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের দুই পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, 'নতুন চিঠি' পত্রিকার সাংবাদিক কিশোর মাকর গত ৪ জুলাই হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সাংবাদিক বিশ্বজিৎ হাজরার অসুস্থ পিতাকে দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, হঠাৎই এক নিরাপত্তাকর্মীকে এক রোগীর আত্মীয়াকে চুলের মুঠি ধরে নামাতে দেখেন। তিনি এর প্রতিবাদ করেন এবং সাংবাদিকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘটনার ছবি মোবাইলবন্দি করতে থাকেন। এইসময় দুই পুলিশকর্মী অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করে তার মোবাইল ফোন কেড়ে রাখেন। গালিগালাজ করেন। মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেবার হুমকি দেন। এমনকি দীর্ঘক্ষণ ওই বর্ষীয়ান সাংবাদিককে

—এরপর চারের পাতায়

শহিদ রাজিবুল হককে স্মরণ

জলেশ্বর পাত্র, বিষ্ণুপুর, ৮ জুলাই : জনগণের জন্য গরিব মানুষের জন্য নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করা হোক আর দুর্নীতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্যই ছিল রাজিবুলদের লড়াই। আর প্রতিবাদ করতে গিয়েই দুর্নীতিবাজদের হাতে প্রতিবাদী লড়াকু রাজিবুল-কে খুন হতে হয়েছিল। লালঝাণ্ডাকে বুকে নিয়ে রাজিবুল-এর মতো যারা গণতন্ত্রের জন্য, লড়াই প্রতিবাদ করার জন্য সোচ্চার আন্দোলন করবে, শাসক শ্রেণির মাফিয়ারা তাদের শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করে যাবে। কিন্তু তারা জানে না লাল ঝাণ্ডাকে আরো উঁচুতে তোলার জন্য হাজার হাজার রাজিবুলের মতো লড়াইয়ের জন্য ময়দানে তৈরি আছে। আউসগ্রামের জঙ্গল এলাকার প্রত্যন্ত বিষ্ণুপুর গ্রামে ২০২৩ সালের ৮ জুলাই খুন হওয়া শহিদ রাজিবুলের স্মরণে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এ কথা বলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় সদস্য কমিটির সদস্য সৈয়দ হোসেন।

শহিদ রাজিবুল-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মোজাম্মেল হক, সৈয়দ হোসেন, অপূর্ব চ্যাটার্জী, তাপস সরকার, সুরেন হেমরম, গৌতম রায়, কোহিনুর গাঙ্গুলী, সাদেক আলী ও সমগ্র এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে সম্পাদক সুশান্ত ঘোষ। স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সিপিআই(এম) নেতা রাখহরি রায়।

১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ জুলাই : কর্মচারী আন্দোলনের যৌথ সংগঠন ১২ জুলাই কমিটির ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হল কর্মচারী ভবনে। সভায় 'ধর্মীয় মৌলবাদের জঠরে জন্ম নেয় সন্ত্রাসবাদ' বিষয়ে বর্তমান ন্যাক্কারজনক বেশ কিছু ঘটনাকে সামনে রেখে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক সন্তোষ কুমার পাল। উপস্থিত ছিলেন করালি চ্যাটার্জী, সজল রাজা ও শরদিন্দু শেখর মিত্র। প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে দিয়ে আলোচনা সভা সফলভাবে শেষ হয়। সভাপতিত্ব করেন অশোক চ্যাটার্জী।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২৫

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। ইউনিকোর্ডে কম্পোজ করে মেল আই-ডি sharadiyanc@gmail.com-তে লেখা (পিডিএফ নয়, ওয়ার্ড ফাইল) পাঠান।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ জুলাই।

নতুন চিঠি

১৪ জুলাই, ২০২৫

ধর্মঘটের সাফল্য

৯ জুলাই কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা দেশব্যাপী ধর্মঘট এক নতুন ইতিহাস রচনা করছে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রমকোড বাতিল, 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার নীতি' প্রত্যাহার, ঠিকার বদলে স্থায়ী কাজে অগ্রাধিকার, দৈনিক হলে ৬০০ টাকা, মাসিক হলে ২৬০০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা ইত্যাদি দাবিতে এই ধর্মঘট ছিল শ্রমিকদের চরম বার্তা। গৈরিক শ্রমিক সংগঠন ও এরাজ্যে আইএনটিটিইউসি ধর্মঘটের বিরোধিতা করলেও সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা সমেত নানা কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন ধর্মঘটকে সমর্থন করেছিল। দেশব্যাপী এই ধর্মঘটের বাস্তব পরিস্থিতি ছিল, কারণ এদেশে জিডিপি বাড়লেও মাথাপিছু প্রকৃত আয় ক্রমহ্রাসমান। ধনবৈষম্য এমন বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে যে ৫ ভাগ মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে দেশের সম্পদের ৭০ শতাংশ।

স্বাভাবিকভাবেই তাই ধর্মঘটকে সফল করতে বেগ পেতে হয়নি মেহনতি মানুষকে—২৫ কোটি ভারতবাসী ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। সংগঠিত এবং অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে। চটকল থেকে চা বাগান, ব্যাঙ্ক-বিমা থেকে পরিবহণ-কয়লাখনি—সর্বত্র ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে। এরাজ্যে অর্ধেকের বেশি চা শ্রমিক এদিন কাজে যাননি। ক্ষেত্র-ওয়াড়ি হিসেবে কয়লায় ৪৪, পাটে ৯০, পোর্ট এবং ডকে ১০০, বেসরকারি পরিবহণে ৬০, ব্যাঙ্ক-বিমায় ৮৭ শতাংশ সফল হয়েছে ধর্মঘট। শোকজ, ছাঁটাইয়ের ভয়কে উপেক্ষা করেই উৎপাদন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকেছে শ্রমিকরা। হাজিরার বাধ্যবাধকতায় যারা অফিস গেছে বসে থেকেছে, যাদের জন্য আসা ধর্মঘটকে সমর্থন করে তাঁরা পরিষেবা নিতে আসেনি। কোথাও পুলিশ জোর করে ব্যাঙ্ক খোলালেও, গ্রাহক অনুপস্থিত থাকায় দুপুরেই ঝাঁপ ফেলতে হয়েছে ব্যাঙ্কে। বলা বাহুল্য, শত অপপ্রচার সত্ত্বেও ধর্মঘট সফল হয়েছে সেটা সাদা চোখেই পরিষ্কার বোঝা গেছে।

একাধিক কারণে এই ধর্মঘট ব্যতিক্রমী হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে। যত না সরকারের বিরুদ্ধে তার বেশি সরকারের কর্পোরেট স্বার্থরক্ষাকারী শ্রমিকস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ছিল এই ধর্মঘট। ধর্মঘটের সাফল্য তাই নিঃসন্দেহে সরকারের কাছে এক লালকার্ড, একে উপেক্ষা করলে কৃষিবিল নিয়ে সরকারের প্রাথমিক গোঁয়ার্তুমির ফলের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। দ্বিতীয়ত, শুধু সংগঠিত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে নয়, এদেশে কৃষক-শ্রমিক ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক বড় পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হচ্ছে এই ধর্মঘট। তৃতীয়ত, এরাজ্যে রাজ্য সরকার 'শ্রম কোডের বিরোধী' মুখে বললেও কেন্দ্রীয় শাসক দলের মতোই তারা কর্পোরেট স্বার্থরক্ষায় তৎপর। তা না হলে ধর্মঘটের বিরোধিতা করে নির্দেশনামা জারি করাই শুধু নয়, ধর্মঘট ভাঙতে রাস্তায় পুলিশ ও দলীয় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে নামানো হতো না। অর্থাৎ মিডিয়ায় যতই কুস্তি চলুক, উভয় শাসকদলই কর্পোরেট স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থরক্ষায় লাজলজ্জাহীন। তবু শেষ কথা বলে মানুষই। তাই বাঁকুড়ায় পুলিশ ও দলীয় বাহিনী নামিয়েও ধর্মঘটীদের দমানো যায়নি—সম্মিলিত প্রতিরোধের সামনে পিছু হটতে হয়েছে বীরপুঙ্গবদের। ধর্মঘটের এই সাফল্যটুকু সামান্য নয়, গভীর ইঙ্গিতবাহী।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্না শৌচালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১২ জুলাই : একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশু ও প্রসূতিদের খাবার দীর্ঘদিন ধরে রান্না করা হচ্ছে একটি শৌচালয়ে। যে শৌচালয় আগে শৌচকর্মের জন্য ব্যবহার হলেও, বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবার রান্না করা হচ্ছে। বলছেন এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা শ্রীমতি হেমরম। ঘটনাটি পূর্বস্থলী-১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত নশরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোবা গোয়ালপাড়া এফ পি স্কুলে। এই স্কুলে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলে দীর্ঘদিন। কিন্তু এই কেন্দ্রের রান্নাঘর না থাকায় পাশের একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শৌচালয়ে রান্নার কাজ শুরু হয়। সেই থেকেই লাগাতার হয়েই চলেছে। এ ব্যাপারে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা শ্রীমতি হেমরম বলেন, এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে বলা হচ্ছে, জায়গার ব্যবস্থা কর তাহলে রান্নাঘর তৈরি হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে নশরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান মবিল মণ্ডল বলেন, ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্না যে শৌচালয়ে চলছে, পঞ্চায়েতের তা জানা ছিল না। আর কোনদিন কেউ রিপোর্টও করেনি। এখন জানতে পারা গেল, এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রমের পরিযাণ : সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা

ধনঞ্জয় চ্যাটার্জী

শ্রম পরিযাণ বা অভিবাসন বলতে বোঝায়, কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সাধারণত সীমান্ত পেরিয়ে নিজের স্থায়ী বাসস্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষের চলাচল। এটি একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা যা অর্থনৈতিক সুযোগ, জনসংখ্যার পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সহ বিভিন্ন কারণে। অভিবাসী বা পরিযায়ী কর্মীরা তাঁদের উৎস ও গন্তব্য উভয় স্থানেই অবদান রাখেন। যদিও তাঁরা উপযুক্ত কাজ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জেরও মুখোমুখি হন।

শ্রম অভিবাসন আন্তর্জাতিক (সীমান্তের বাইরে) অথবা অভ্যন্তরীণ (কোনো দেশের মধ্যে) হতে পারে। এটি অস্থায়ী বা স্থায়ী, স্বেচ্ছা বা বাধ্যতামূলক হতে পারে। কারণ, নিজ দেশে বা স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব, মজুরির স্বল্পতা অথবা দারিদ্র্য এবং গন্তব্য দেশে উন্নত মজুরি ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা অভিবাসনকে চালিত করে। ফলে, অভিবাসী বা পরিযায়ী শ্রমিকের উদ্ভব হয়। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক (সীমান্তের বাইরে শ্রমিকদের চলাচলের) ক্ষেত্রে 'অভিবাসী' শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং অভ্যন্তরীণ (কোনো দেশের মধ্যে) ক্ষেত্রে, এক রাজ্য থেকে অন্য কোনও রাজ্যে শ্রমিকদের চলাচলের ক্ষেত্রে 'পরিযায়ী শ্রমিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

প্রাপ্ত মজুরির একটি বড় অংশ অভিবাসী তার মূল দেশে পরিবারের জন্য পাঠানোর ফলে বাসভূমিতে পরিযাণ তাদের পরিবারের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হতে পারে এবং মূল দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। দক্ষ শ্রমিক বা কর্মীরা দেশান্তরী হলে যেমন 'ব্রেন ড্রেন' হতে পারে, তেমনই স্থানীয় শ্রম বাজারের উপর চাপও কমাতে পারে।

অভিবাসী কর্মীরা গন্তব্য দেশের শ্রম ঘাটতি পূরণ করে সেই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করে। তবে তারা সেখানে শোষণ, বৈষম্য এবং সামাজিক বর্জনেরও সম্মুখীন হতে পারে।

ভারতে অভিবাসন অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং রাজনৈতিক কারণগুলোর সংমিশ্রণে হয়ে থাকে। দারিদ্র্য এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবের মতো অর্থনৈতিক কারণগুলো প্রধান, যা মানুষকে উন্নত সম্ভাবনার লক্ষ্যে শহরে যেতে প্রলুব্ধ করে। কখনও কখনও বিবাহ এবং পারিবারিক পুনর্মিলনের মতো সামাজিক কারণগুলিও অভিবাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেও অল্পবিস্তর অভিবাসন হতে পারে। এছাড়াও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন প্রকল্পের অভাবজনিত কারণেও অভিবাসন প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করলে শ্রম পরিযাণের অর্থনৈতিক কারণগুলো স্পষ্ট হয়।

(১) গ্রামীণ এলাকায় প্রায়শই পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকে। যার ফলে মানুষ উন্নত জীবিকার সন্ধানে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়।

(২) জমির খন্ডিতকরণ, কৃষিতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, সার-বীজ প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত মূল্যের অভাবে কৃষিকাজ ক্রমশ অলাভজনক হয়ে উঠছে। ফলে একদিকে কৃষক যেমন কৃষিকাজে আগ্রহ হারিয়ে মানুষ বিকল্প ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে, তেমনই কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রবণতাও ক্রমশ বাড়ছে। ফলে কৃষি শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও কমছে। আর এসবের প্রভাবে বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে কৃষক ও কৃষিশ্রমিক উভয়েই গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে নগর, নগর থেকে ভিন রাজ্যের নগর, সেখান থেকে দেশান্তরী হতে বাধ্য হচ্ছে।

(৩) শহর ও শিল্পের বৃদ্ধি, শ্রমের চাহিদা তৈরি করে, যা গ্রামীণ এলাকার শ্রমিকদের অভিবাসী/ পরিযায়ী হতে আকৃষ্ট করে। প্রাথমিকভাবে উচ্চহারে মজুরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ, গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষকে শিল্প শ্রমিকে পরিণত করে। ক্রমশঃ গ্রামীণ কর্মহীন মানুষের স্রোত শহরগুলিতে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে শ্রমের চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে উন্নত মজুরি, উন্নত স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্যকর আবাসস্থলের বদলে শ্রমিক কম মজুরিতে, বর্ধিত দৈনিক কর্মসময়ে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে ও বসবাস করতে বাধ্য হতে হয়।

একাধিক পরিবেশগত কারণেও শ্রমের পরিযাণ ঘটে—

(১) বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনগোষ্ঠীকে যেমন স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করে, তেমনই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কিছু এলাকাকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলতে পারে।

(২) রাজনৈতিক অস্থিরতা, সংঘাত ও সহিংসতার কারণে প্রায়শই উল্লেখযোগ্য অভিবাসন পরিযাণ দেখা যায়।

(৩) বাঁধ, মহাসড়কের মতো বৃহদাকার উন্নয়ন প্রকল্পগুলো আবাসিকদের স্থানচ্যুতি ঘটায় এবং বলপূর্বক অভিবাসন ঘটায়।

(৪) নিরাপত্তার অভাব, সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং বর্ণভিত্তিক বৈষম্যও অভিবাসনকে ত্বরান্বিত করে।

পরিযায়ী শ্রমিকের স্রোত সর্বদা শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল স্থানের অভিমুখে হয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, কোনো স্থানকে শ্রমজীবী মানুষের গন্তব্যে পরিণত করতে পারে। মেধাশক্তি ও দক্ষ শ্রমিকদল অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। আমাদের চারপাশে সুবৃহৎ অট্টালিকা, কিন্তু মেধাবী ও দক্ষ কর্মক্ষম মানুষের অপ্রতুলতা প্রমাণ করে যে, কর্মক্ষম মেধাবী-দক্ষ মানুষের স্রোত আমাদের চারপাশ থেকে দূরে চলে গেছে। উপযুক্ত মজুরি ও উন্নত কাজের পরিবেশে, তাদের কেউ কেউ উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবক হয়ে অন্যত্র অর্থনৈতিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। আমার রাজ্যে, আমার গ্রামে তাদের কাজের সুযোগ নেই, শিল্পায়ন নেই ও উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা নেই কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কম। এমতাবস্থায়, পরিযায়ী শ্রমিকের প্রেরিত অর্থই পরিবারের দিনগুজরানের একমাত্র সম্বল। সুতরাং পরিস্থিতির উন্নতির জন্য চাই রাজ্যে কাজের পরিবেশের উন্নতি ও শিল্পায়ন, সাধারণ মানুষের হাতে কাজের বিনিময়ে অর্থ যা একদিকে যেমন বাজারে চাহিদা তৈরি করবে, তেমনই পরিযায়ী শ্রমিকের বিপরীতমুখী স্রোত তৈরি করবে।

ছোটদের কথা

সঞ্জীব চক্রবর্তী

'ছোটদের কথা' ছোটরাই বেশি ভালো জানে—নাকি বড়রা? ছোটরা ছোটদের কথা বলতে পারে, কাকে দেবতা বলে মনে হয় আর কাকে রাক্ষস, কে পরম চালাক আর কে চরম বোকা সেটিও তার মতো করে স্পষ্ট। তার বেশি কিন্তু কিছু নয়। ছোটদের কথা ঠিকঠাক করে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ কি অবন ঠাকুর হতে হয়। কারণ জীবনের অভিজ্ঞতার দাম পৃথিবী জানে।

যে বুড়োটি ছোটদের কথা লিখবেন তিনি তাঁর ছোটবেলা কাটিয়েছেন, মাঝবয়স কাটিয়েছেন, চলেছেন বার্ধক্যের মাঝ দিয়ে। পেছনদিকে তাকিয়ে নিজের ছোটবেলা আর বর্তমান ছোটবেলাকে মেলাবার এই বিশেষ সুবিধাটুকু ছোটরা পাবে কোথায়?

এখন আমরা যে বয়সে রয়েছি সেই বয়সের সুবিধাটুকু মনে হয় না আর কোন প্রজন্ম পাবে। বিগত ৬০-৭০ বছরে প্রযুক্তিগত যে উন্নতি ঘটেছে, তার ফলে সমাজ জীবনে যে উথালপাথাল ঘটে গেছে, তার সূত্রপাতটুকু দেখে গেছেন আমাদের বাবা-ঠাকুরদা। পূর্ণগতিতে পরিবর্তনের জোয়ারে পাল তুলেছে আমাদের সন্তানরা। দুই যুগের মাঝে সেতুবন্ধনের মতো দাঁড়িয়ে আছি ৬৫ থেকে ৭০-৭৫-এর বরিষ্ঠ নাগরিকরা। বুড়ো বললে অনেকের রাগ হতে পারেও বা।

আমরা পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতাম। পাড়ায় টহল দেয়ার সময় সবসময় পায়ে জুতোও থাকতো না। স্কুলের ব্যাগে টিফিনের কৌটো থাকতো না। থাকতো টেক্সট বই, হাতে সেলাই করা দিস্তা খাতা, কালি লিক করা ফাউন্টেন পেন। শ্রীস্বপনকুমারের দীপক চ্যাটার্জী গোয়েন্দার বই। বাবারা স্কুলে একবারই ভর্তি করে চলে আসতেন শিক্ষকদের উপর অসীম ভরসা রেখে। আমাদের মা কোনদিনই স্কুলে গিয়ে ছেলের ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে ভেবে ভেবে ইউনিট টেস্টের নম্বর কেন কম দেওয়া হল তার জন্য আন্দোলন করেননি। ছাত্রদের দুষ্টামির জন্য গার্জেন কল হতো না। স্কুলের শিক্ষকরাই যথাযথ উত্তম-মধ্যম দিয়ে তাদের ঢিট করতেন। থানাপুলিশ কি উকিলের তর্জনগর্জন ছিল অভাবনীয় বিষয়। বর্তমানের স্কুলের সামনে বাবা-মায়েদের ভিড় দেখলে এটা স্কুল, কলেজ না ইউনিভার্সিটি অনেক সময় বোঝা দায় হয়। বিকেলবেলা ছিল খেলার জন্য বরাদ্দ। কোনো পাষণ্ড শিক্ষক বিকেলবেলা টিউশন পড়াতেন না।

বয়স বাড়ে, আমাদের সমবয়সীদের মতোই। তবে ডাল-ভাতের জোগাড় করতে গিয়ে যেহেতু স্কুল-পড়ুয়াদের দেখভালের দায়িত্ব নিতে হয়েছে, সুতরাং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও পরিচিতি ঘটে যায় স্বাভাবিকভাবেই। কিছু-কিছু টুকরো অভিজ্ঞতা বেশ প্রতীকী হয়ে ওঠে। আমাদের ছোটবেলায় দম দেওয়া কলের গান দেখেছি। তারপর ইলেকট্রিক প্লেয়ার। তাকে বাতিল করে দিয়ে এলো টেপ রেকর্ডার এবং ক্যাসেট। ক্যাসেট খুলে ফিতে জোড়া দিয়ে ক্যাসেট সারানোর প্রযুক্তি সম্পূর্ণ আয়ত্ত হতে না হতেই চলে এলো অডিও এবং ভিডিও ডিস্ক। তারপর ফ্লপি ডিস্ক। এসব অনেক বছরের অভিজ্ঞতার ফল। বর্তমানের ছেলেমেয়েরা জন্মেই কম্পিউটারে খোঁচা মারে। পেন ড্রাইভ আর আর মাইক্রোচিপ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে। রিলস বানায়। সেলফি তোলে। এক সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ তাঁর পুত্রের উপহার দেওয়া স্মার্টফোন নিয়ে নাজেহাল হয়ে থাকেন। তাঁকে বলেছিলাম—রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে-কোনো একটি স্কুল-পড়ুয়াকে ডেকে নেবেন। আপনার

—এরপর তিনের পাতায়

ব্লক কৃষকসভার সম্মেলনগুলি শুরু হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ জুলাই : গোয়ারা গ্রামে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সভার কালনা-২ ব্লক কমিটির ২১তম সম্মেলন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সদস্য বিনোদ ঘোষ। প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক নবকুমার বাগ। সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন ১২০ প্রতিনিধি। প্রতিবেদনের পর ১৪ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন, কৃষক নেতা তাপস বসু। তরুণ মুখার্জীকে সভাপতি এবং নবকুমার বাগকে সম্পাদক করে ২৪ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

বনপাস হাটতলায় গুসকরা পূর্ব ব্লক কমিটির তৃতীয় সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে শুরু হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা কৃষক নেতা দেবু রায়।

অভিনন্দন জানিয়ে কৃষক নেতা হাসনত জালালী ও অশেষ কোনার। উক্তা, বেরেন্ডা, ভেদিয়া, দিগনগর, গুসকরা ২, বিল্লগ্রাম, ও গুসকরা শহর এই সাতটি এলাকার ১১০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ৭ জন আলোচনা করেন। গৌতম রায়কে সভাপতি, রাজেন্দ্র ধীবর কে সম্পাদক ও বলরাম ধারাকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৯ জনের কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন গৌতম রায়, পুলক মন্ডল ও আদিত্য মণ্ডল। কৃষক সভার সদস্য শ্যামাপদ সোরেন নিজস্ব তহবিল থেকে প্রতিটি প্রতিনিধিকে একটি করে ব্যাগ উপহার দেন।

সমবায় বাঁচাও মঞ্চের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের তৃতীয় সম্মেলনে গুসকরায় অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন বিনোদ চৌধুরী। আউসগ্রাম-১ এবং ২ ব্লক এরিয়া নিয়ে গঠিত এই থানা কমিটি। বিদায়ী সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ সাধু প্রতিবেদন পেশ করলে পাঁচজন তার উপরে আলোচনা করেন। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা এরফান সেখ। সম্মেলন থেকে বিনোদ চৌধুরীকে সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ সাধুকে সম্পাদক, এবং দোলদাস কর্মকারকে কোষাধ্যক্ষ করে ২১ জনের কমিটি গঠিত হয়।

বিডিও-কে যুবদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ জুলাই : ডিওয়াইএফআই গলসী-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে কিছু দাবির ভিত্তিতে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দেওয়া গলসী-২ বিডিও-কে। আজকের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের গলসী-২ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ও মনসিজ হোসেন, সোনা মুখার্জী ও সঞ্চিতা যশ প্রমুখ।

—দুয়ের পাতার পর

ছোটদের কথা

সমস্যার সমাধান করে দেবে নিমেষে। এখন ছয় মাসের শিশুও চোখ গোল-গোল করে মোবাইল ফোনে কার্টুন দেখে। মায়ের মতোই ব্যস্ত। স্কুল-পড়ুয়া পুত্র-কন্যার ডিজিটাল টেকনোলজিতে জ্ঞান দেখে সেকেলে পিতা-মাতা আপ্লুত হয়ে বড়-বড় স্মার্টফোন কিনে দেন। কোভিড যুগে স্মার্টফোন পড়াশোনার হাতিয়ার হিসেবে বৈধতা পেয়ে গেছে। কোভিডের ঢেউ কেটে গেলেও স্মার্টফোন হাত থেকে নামলো না। নয়নের মণি ঘরে বসে অনলাইন ক্লাস করছে, নাকি বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিও গেম খেলছে, বোঝার ক্ষমতা সব সরলমতি পিতা-মাতার থাকে না। এক গার্জেন ছেলেকে নিয়ে এলেন বাড়িতে—তার পড়াশোনা দেখে দিতে হবে। পড়াশোনার কথা শুনে ছাত্রের চোখে অমাবস্যার আলো। যেই জিজ্ঞাসা করলাম—কী কী ভিডিও গেম খেলিস রে? অমনি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মতো গোটা পঞ্চাশ গেমের নাম বেরিয়ে এলো। চোখে মধ্যদিনের সূর্যের দীপ্তি। অংক, গ্রামার, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞানের জন্য মাথায় আর জায়গা থাকে কোথায়?

মাথার ভেতরে জায়গার দাম তারা ভালই বোঝে। ক্লাসে একটি ছাত্র পেন গুটিয়ে বসে আছে। পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে দেওয়া রেফারেন্স টুকছে না। কী ব্যাপার? তার সরল ব্যাখ্যা—স্যার, এগুলো পরীক্ষাতে আসবে না। আমি মাথাভারী করবো না। হক কথা! আবার পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সামাজিক রেফারেন্স যোগ হয়ে গেলে চমৎকার ম্যাজিক হয়ে যায়। গ্রামের স্কুলের একটি ছাত্র খাতায় লিখেছিল—'যে জমি বর্গা হইয়া গিয়াছে তাহাকে বর্গক্ষেত্র বলে।' পরিবেশের সংজ্ঞা দিয়েছে নিজের পরিচিত পরিমণ্ডলের ভাষায়—ভালো পরিবেশ বলার আগে জায়গাটা 'কানাকুটে' কিনা দেখে নিতে হবে। সে জানে মাকড়সা জাল বুনিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে —মাস্টারমশাই নম্বর-দানের ব্যাপারে যতই নির্দয় হোন না কেন! সে মাস্টারমশাইয়ের দুর্বলতাও জানে। খাতার পাতায় হুমকি দেয়—এই লেখা কাটিলে গরু কাটা হয়। কোন ধর্মভীরু শিক্ষকের সাহস হবে ভুল উত্তর কেটে শূন্য দেওয়ার! ছোটরা জ্ঞানের ল্যাবে নানা পরীক্ষানিরীক্ষাও করে। 'রোগীটি খাটে শুইয়া আছে'-র পিলেচমকানো ইংরেজি অনুবাদ হলো—'দা পেশেন্ট ইজ লাইং অন দা শর্ট। হ্যাঁ—'বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশনারি'-তে গোটা গোটা করে লেখা আছে 'খাট'-র ইংরেজি 'শর্ট'। খাটো আর খাটের তফাৎ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আলাদিনের রত্ন ভাণ্ডার এক খোঁচাতেই কখন চোখের সামনেই উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একই যুক্তিতে স্লামের বদলে বস্তি হয়ে যায় পেলভিক রিজিয়ন। পূজার শেষে বিসর্জন হয়ে যান দুর্গা টেগোর। ঠাকুরের ইংরেজি যে টেগোর—সে তো ঠাকুর পরিবারই দেখিয়ে গেছেন। তার পরে কার কথা? ভাষা ও চিন্তার এমন আশ্চর্য প্রয়োগ ছোটরা করবে না তো কি ঝুনো পাকা বড়রা করবে, যাদের অনেকের কিচিরমিচিরে সন্ধেবেলা টিভি দেখা দায় হয়!

এসব কথা ফুরোবার নয়।

রাস্তা বেহাল প্রশাসন নজর দিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৮ জুলাই : রেল ও সড়ক সংযোগকারী রাস্তা চরম বেহাল দশা। ফলে দুর্ভোগে পড়েছেন রেলযাত্রী, সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের জাহাননগর মোড় থেকে ভাণ্ডারটিকুরি স্টেশন পর্যন্ত। প্রায় এক কিমি বেহাল রাস্তাটির পাশেই রয়েছে জাহাননগর কুমারানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়। মাগনপুর জাহাননগর এলাকার বহু ছাত্র-ছাত্রীকে এই রাস্তা ধরেই স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। অন্যদিকে বিদ্যাগনর, ভাতশালা, বেতপুকুর এলাকার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ভাণ্ডারটিকুরি স্টেশনে ট্রেন ধরতে যান। এছাড়াও গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত দপ্তরে গমনাগমন সহ বিভিন্ন কাজে এই রাস্তাটাকেই ব্যবহার করেন। এই রাস্তাটি এস টি কে কে সড়ক ও রেলের সংযোগকারী রাস্তা হওয়ায়, বহু বাস ও ট্রেন যাত্রীকে রাস্তাটির দ্রুত এবং উপযুক্ত ব্যবহার করতে হয়। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি সংস্কারের দাবি তুলেছেন আপামর এলাকাবাসী।

কালনা-১ ব্লকের সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুর গ্রামের। এই গ্রামের বেলতলা থেকে রথতলা পর্যন্ত এক কিমি রাস্তা ২০১১ সালের পর আর কোনো সংস্কার করা হয়নি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। ফলে বামফ্রন্টের আমলে তৈরি করা মোরাম রাস্তা এখন কাদা ও খন্দবহুল রাস্তায় পরিণত হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের, প্রাথমিক স্কুল থেকে কলেজে পড়া ছাত্রছাত্রী এই রাস্তাই ব্যবহার করতে হয়। গ্রামে কারো রোগ হলে রাস্তা খারাপের জন্য কোনো অ্যাম্বুলেন্স আসতে চায় না। দীর্ঘদিন রাস্তা সংস্কার বলা হলেও শুনে আসছি। কিন্তু আজও পর্যন্ত হয়নি।

গলসীর পোতনা পুরসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পুরসা গ্রামের পাঁচ পাড়ায় রাস্তারও বেহাল দশা। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য পঞ্চায়েত প্রধানকে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

জলা রাস্তায় হাঁস চড়ে বেড়াচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ১৩ জুলাই : ২০১১ সালের পর সংস্কার না হাওয়াই খানাখন্দে ভরে উঠেছে রাস্তা। খানাখন্দের জায়গায় ডোবা বললে কোনো ভুল হবে না। কারণ পাড়ার হাঁসগুলো পুকুরে নয়, রাস্তায় চড়ে বেড়াচ্ছে। এমনই একটি রাস্তার মন্তেশ্বর ব্লকের বাঘাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়ায়। এখানকার মানুষের অভিযোগ, বর্ষার সময় হাঁটুর উপর কাপড় তুলে এখানকার মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। এখানকার শিশুদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যেতে সমস্যার শেষ থাকে না। বর্ষায় এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো রোগীকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যেতে হলে কোলে বা খাটে করে নিয়ে যেতে হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েতকে বারবার বলেও কোন কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। বাঘাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে এই রাস্তা নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি বলেন টেণ্ডার হয়ে গেছে খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

R.O. Number 244(7)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 14.07.2025

জ্যোতি বসু সমাজচর্চা কেন্দ্রকে অর্থদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ জুলাই : জ্যোতি বসু সমাজচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রকে দুজন পৃথক পৃথক ভাবে পাঁচ হাজার টাকা করে অর্থ দান করেন। সম্প্রতি কালনা-২ ব্লকে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে অর্থ দান করেন সুধীর ঘটক এবং রানী ব্যানার্জী। প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা সুধীর ঘটক পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন রাজ্য কমিটির সদস্য সুকুল শিকদারের হাতে। প্রয়াত বিশ্বরূপ ব্যানার্জীর স্ত্রী রানী ব্যানার্জী পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন রাজ্য কমিটির সদস্য অঞ্জু কর-এর হাতে। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) নেতা মোহাম্মদ শাহ।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী আন্দোলনের নেতা প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ জুলাই : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়ন-এর প্রাক্তন সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারি সমিতির রাজ্যের প্রাক্তন নেতা আকাশ চ্যাটার্জী (৭০) ৮ জুলাই রাত ১০.৪৫ মিনিটে হায়দ্রাবাদে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি সম্প্রতি নিউরো সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনি অল ইন্ডিয়া ইন্সস্টিটিউট অব গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজিতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ বর্ধমানে শোকের ছায়া নেমে আসে। সর্বস্তর থেকেই তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। নিজে আমৃত্যু সিপিআই(এম)-এর সদস্য ছিলেন। সংস্কৃতি, ক্রীড়া চর্চার পাশাপাশি তাঁর অমায়িক ব্যবহারে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী ও পুত্রকে।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুশান্ত ঘোষ প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ জুলাই : বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক ও নাট্যকর্মী সুশান্ত ঘোষ (৫৮) ৯ জুলাই রাত ১২টা নাগাদ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। তিনি অন্বেষা সাংস্কৃতিক সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বর্ধমান শহর কমিটির সদস্য ছিলেন। আজ ময়না তদন্তের পর তাঁর মরদেহের শেষকৃত্য হয়। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জেলা সম্পাদক পূজন সেনগুপ্ত ও বর্ধমান শহর কমিটির সভাপতি অরুণাভ চক্রবর্তী।

পত্রিকার সম্পাদক রাজা দেবনাথ প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১১ জুলাই : বর্ধমানের 'শাপলা শালুক' পত্রিকার সম্পাদক রাজা দেবনাথ (৪৫) এদিন ভোর রাতে প্রায়ত হয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত ছিলেন। অদ্ভুত জীবনশক্তি সৃষ্টির সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। প্রাণবন্ত এই সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মীর মৃত্যুতে বর্ধমানের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সাংবাদিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে যান বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি তারকনাথ রায়, আই.জে.এ-র প্রাক্তন জেলা সম্পাদক আমিনুর রহমান ও নতুন চিঠি পত্রিকার বর্ষীয়ান সাংবাদিক কিশোর মাকর। বর্ধমান নির্মল ঝিলে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সমাজকর্মী অমর শংকর খাঁ প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ জুলাই : বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সিপিআই(এম)দরদী অমর শংকর খাঁ ৯ জুলাই ভোর চারটেয় চিকিৎসা সেরে ব্যাঙ্গালোর থেকে ফেরার পথে প্রয়াত হয়েছেন(৫৫)। বিবেকানন্দ কলেজে পড়াকালীন তিনি এসএফআই নেতৃত্বে ছিলেন। আজ সকালে তাঁর মরদেহ বর্ধমান শহরের জগতবেড় এলাকায় কালাচাঁদতালা স্থিত তাঁর বাসভবনে নিয়ে এলে অসংখ্য মানুষ এসে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মরদেহে লাল পতাকা আচ্ছাদিত করেন সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর চার এরিয়া কমিটির সম্পাদক দীপঙ্কর দে, প্রবীণ নেতা রবিশঙ্কর পাল, উৎপল চক্রবর্তী ও দেবাশীষ সেন, মোশারফ হোসেন। এদিন বর্ধমান নির্মল ঝিল শশ্মানে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

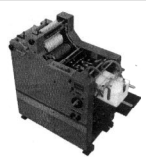
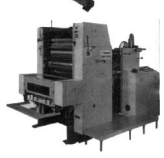
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

বাহান্নবর্তী (২)

রত্না রশীদ

আমার গাছি ভরা আমড়া
বান্দরে খাইলো রে
খাতি তো প্যালাম না—
ও, আমার প্যাটেরো দামড়া
বিবিতে ছিনিলো রে
সুখ তো প্যালাম না—

এই গান এখন দুর্বৃত্ত কবলিত প্রতিটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর বুক ছেঁড়া আর্তনাদ। কী না ছিল এই রাজ্যটাতে! সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ধুলোমাটিতে সোনা ফলানো জমি, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল-ভরা দুধেল গাই, মাইলের পর মাইল আম-কাঁঠাল-কলা-লিচুর ফলন, পাহাড় পর্বত নদী সমুদ্র, খনিজ সম্পদ—কী না আছে এই রাজ্যে তথা দেশটাতে। এমনি এমনি তো আর যুগে যুগে দস্যুলুটেরা এদেশে এসে লুটপাট করে নিজেদেরও রক্তঋণ রেখে যায়নি। শুকনো ডালে কখনো পাখি বসে না। হতদরিদ্রের ঘরে কখনো ডাকাত পড়ে না। পুরো পৃথিবীর চোখ বিঁধে থাকতো এই দেশটার ওপর। সব ছিল, সাহসী বীর পুত্রকন্যাও ছিল এদেশের সম্পদ। তার সঙ্গে ছিল লোভী বিশ্বাসঘাতক জনাকতক, একঘড়া দুধে এক ফোঁটা গোচোনা যেমন। আরও, আরও সাংঘাতিক এদেশে চিরকেলে উন্নাসিক সাধারণ ছা-পোষা জনগণ। চোখের সামনে নারকীয় ঘটনা দেখলে তাদের হয় সটকে আড়ালে গমন, নয় ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁত কেলিয়ে ফিক্‌ফিক্ আর নিজের পালে বাঘ পড়লে—ওগো, কে কোথায় আছো গো, আমাকে বাঁচাও। এই আর্তনাদ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মেরুদণ্ডহীনের। এরা নিজের সম্পদ নিজে বাঁচাতে পারে না। সেই শিক্ষাটাই জিনে নেই। পাশের বাড়ির বেড়াল মিউ করলেই ভিটে মাটি ফেলে আউলঙ্গ হয়ে দে দৌড়। এরা রাখবে, বা সামলাবে, চিরকালের একান্নবর্তী সমাজ! যেখানে যায় সেখানেই তাড়া খায়। দেখেই মানুষ বুঝে যায় এর সঙ্গে যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করা যায়। রুখে দাঁড়াবার মুরোদ নেই। একান্নবর্তী ভাঙা বাহান্নবর্তী বাঙালি নিজের দেশেই আর বাংলায় পড়া, খেলা, বলার সুযোগ যে কতদিন আর পাবে তা গবেষণার বিষয়।

(চলবে)

প্রয়াস-এর নাট্যোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান প্রয়াস নাট্য সংস্থার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নাট্যোৎসব মঞ্চস্থ হতে চলেছে আগামী ১৪-১৬ আগস্ট বর্ধমান রবীন্দ্র ভবনে। নাট্য উৎসবে ১৪ আগস্ট নাটক মঞ্চস্থ হবে দুটি। কলকাতা সৃজকের নাটক গুপি বাঘা এবং। নাট্য একাডেমীর নাটক 'অন্য সম্রাট'। ১৫ আগস্ট বর্ধমান প্রয়াসের নাটক রবি ঠাকুরের 'রক্তকরবী' এবং বর্ধমান অনীকের নাটক 'শুনোরে মানুষ ভাই'। ১৬ আগস্ট হবে কলকাতা অনীকের নাটক 'আক্ষরিক'।

ধর্মঘট সফল

—প্রথম পাতার পর

হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে ধর্মঘট সফল করতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন পূর্বস্থলীর বামকর্মীরা। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন ২০১১ এর পর এত সক্রিয়তা বাম কর্মীদের মধ্যে দেখা যায়নি। এদিন সকাল সাতটার মধ্যে সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-১ এলাকায় মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, সাহাদুল খান, আলেয়া বেগম প্রমুখের নেতৃত্বে সিপিআই(এম) নসরতপুর দপ্তর থেকে মিছিল করে সমুদ্রগড় রেল স্টেশনে এসে হাজির হয়। ট্রেন আসতেই অবরোধ হয়, পরে এসটিকেকে সড়কে এসে সড়ক অবরোধ হয়। পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ছাতনিতে ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে দীর্ঘ মিছিল হয়। ছাতনী মোড়ে অবরোধ শুরু হয়। অংশ নেন প্রদীপ কুমার সাহা, বিন কাশিম শেখ প্রমুখ।

২০১১ সালের পর থেকে ধর্মঘটের এমন সাড়া পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। বাজারের একটা দোকানও খোলেনি। শহরের ব্যাংকগুলি বন্ধ ছিল। কালনা শহরে এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন শ্রমিক নেতা অরুণাভ চক্রবর্তী, স্বপন ব্যানার্জী, কেশব ঘোষ প্রমুখ। কালনা-২ ব্লকের বৈদ্যপুরে দু-জায়গায় সড়ক অবরোধ হয়।

বুদবুদ-গলসীতেও ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। সকাল থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও কৃষক কর্মীরা পথে ছিলেন।

রাজিবুল স্মরণে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা গুসকরা : ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে বিষ্ণুপুর বাসস্ট্যাণ্ডে রাজিবুল হককে স্মরণে এক রক্তদান শিবিরে চারজন যুবতী সহ ৫২ জন রক্তদান করেন। শিবিরে বিশিষ্ট চিকিৎসক সায়ন্তন দে সরকার এবং কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী শামীম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। শিবির উদ্বোধন করেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদক শুভাশিস মিত্র। শিবির পরিচালনা করেন যুবনেতা রাকেশ রোশন।

পুলিশি নির্যাতন

—প্রথম পাতার পর

মাটিতে বসিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ। এরপর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আসেন। তিনি ওই দুইজনের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে উত্তেজিত হয়ে নানাভাবে হুমকি দেন।

বিপন্ন কিশোরবাবু ফোন না থাকায় কাউকে জানাতে পারেননি। এসময় পুলিশ 'নতুন চিঠি'র প্রকাশক দিনেশ ঝা-কে ফোন করলে তিনি কিশোরবাবুর পরিচয় জানিয়ে দেন। এরপর বিশিষ্ট সাংবাদিক গণেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ক্যাম্পে ফোন করলে পুলিশ পিছিয়ে আসে। কিশোরবাবুর ফোন পুলিশ ফেরত দেয়। তিনি ছাড়া পান।

বিকেলে সাংবাদিকমহলে এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অরূপ লাহা, সাংবাদিক পার্থ চৌধুরী এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান। বিষয়টি প্রেস কাউন্সিলকে জানিয়েছেন বর্ধমান প্রেস ক্লাবের সভাপতি গণেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। এই ঘটনা মতপ্রকাশের সংবিধান প্রদত্ত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ বলেই মনে করছেন সাংবাদিকদের অনেকেই। নতুন চিঠি পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পুলিশের অমানবিক আচরণের নিন্দা করেছেন।

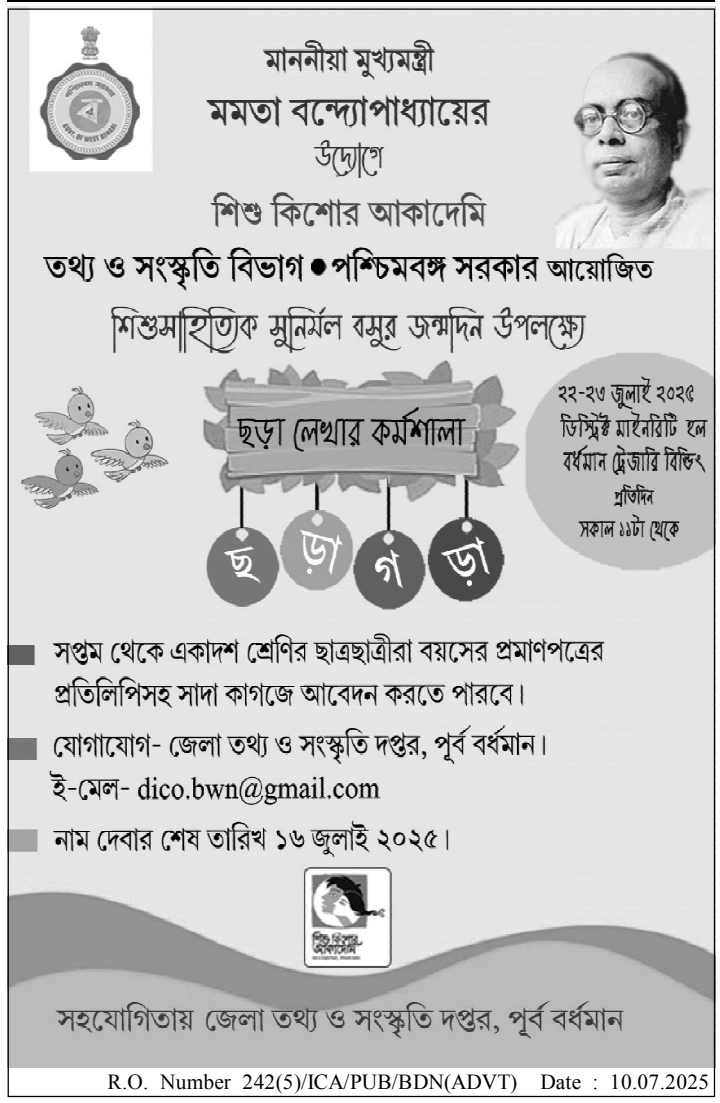

R.O. Number 242(5)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 10.07.2025

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-